

জাতে মাতাল তালে ঠিক ।

বিপরীত মেরুর মানুষ হলেও জনাব কুদ্দুস খানের সৌজন্য বোধের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । তার সব নতুন লেখাই পোস্ট করার সময় অনুলিপি আমার ব্যক্তিগত ই-মেইলে প্রেরণ করেন । বর্তমানে তার লেখায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এতদকাল তার লেখার বিষয়বস্তু ছিল সমাজতন্ত্র থেকে আপসারিত হয়ে চীন পুঁজিবাদের পথ অনুসারণ করে কতখানি উন্নত হয়েছে তার পরিমাপ করা । তার বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমানের জন্য তিনি সব সময় টাইমস পত্রিকার উদ্ধৃতি দিতেন । ভারত বিরোধীতা করতে পারছেন না হলো তার বর্তমান লেখার বিষয়বস্তু । খান সাহেব, বুশ যেখানে ভারতের সাথে বন্ধুত্ব চাচ্ছে, সেখানে আপনি কি করে ভারতের বিরোধীতা করবেন ? ভারত বিরোধীতা করতে পারবেন না বলেই তো অভদ্র সবজানতা এক ভারতীয় নাস্তিককে আমদানি করে ভিন্নমতকে ভারতীয় সাজে সজ্জিত করে নিজেই ভারতে রপ্তানি হয়ে গেলেন ।

বাংলাদেশে বসবাসকালে জাতীয় পার্টি করে, এরশাদ পতন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের কারণে নাস্তিক হয়ে ধর্ম ভীরা গোবেচারা সাধারণ বাঙ্গালীকে ইসলামিস্ট আখ্যায়িত করে এতদকাল তাদেরকে টলারেন্স শিখাচ্ছিলেন । ব্যবস্থাটি ভালই ছিল । আমরা টলারেন্স শিখছিলাম । আপনি যদি ভারতনামের ভিনদেশী হয়ে যান, তবে আমরা টলারেন্স কার কাছে শিখবো ? তাই অনুরোধ করছিলাম টলারেন্স শিক্ষা প্রদান প্রকল্পটি পরিত্যাগ না করার জন্য বুশ সাহেবের সমীপে একটি দরখাস্ত অনতিবিলম্বে পেশ করুন । ধর্মভীরা হওয়া সত্ত্বেও আমরা সাধারণ বাঙ্গালীরা ইসলামিস্ট হয়ে শায়েখ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের সাথে জেহাদে অংশ গ্রহণ করি নাই । এটাই হলো আপনার প্রবর্তিত টলারেন্স শিক্ষার প্রভাবে ইসলামিস্ট না হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ।

স্বাধীন চেতা হলো বাঙ্গালী চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য । আপনার ভিন্নমতে প্রকাশিত পশ্চিম বঙ্গের সিপিএম এর কোন এক নেতার এক প্রবন্ধ থেকে জেনেছিলাম বিগত ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিম বঙ্গে বাম পন্থীদের ক্ষমতায় থাকার অন্যতম কারণ হলো সাধারণ বাঙ্গালীরা বঙ্গ বিভাজনের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে । অনুরূপ ভাবে বাংলাদেশের বাঙ্গালীরাও দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্য মুসলিম লীগকে দায়ী করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙ্গে দিল । বাঙ্গালী যেমন পাকিস্তানের অধীনতা মানতে রাজী হয়নি, তেমনি ভারতের বশ্যতা স্বীকার করতেও সে রাজী নয় । পাকিস্তান ও ভারত বলতে সংশ্লিষ্ট দেশের পুঁজিবাদি শাসক গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে, সাধারণ জনগণকে নয় ।

বিশ্বায়নের সুযোগ গ্রহণ করে কমিশন খাওয়ার লোভে বাংলাদেশকে বিএনপি ভারতীয় পরিত্যক্ত পণ্যের পশ্চাদ বাজারে পরিণত করে দেশীয় কৃষি ও শিল্পকে ধ্বংসের মুখে দাড় করিয়ে দিয়েছে । জোটের মুৎসুদ্দি লুটেরাদের সাথে ভারতীয় পুঁজির আঁতাতকে ক্যামুফ্লেইজ করার লক্ষ্যে জোট সরকার ভারত বিরোধী জিকির তোলে । বাঙ্গালীর স্বাধীনচেতা গুণের দুর্বলতাকে খান সাহেব ভারত বিরোধীতা বলে ভুল করেন, যেমন বাঙ্গালীর ধর্মভীরুতাকে জামাত ধর্মান্ধ বলে ভুল করে । তবে খান সাহেব জাতে মাতাল হলেও জামাতের মতো তালে ঠিক আছেন ।

মুক্তমনের কুসংস্কার

শ্রমজীবী বাঙ্গালী ধর্ম নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল, ফলে ১৯৭১ সালে তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে সমর্থ হয়েছে এবং পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরার বাঙ্গালী ভাইরা সংগ্রামরত ভাইকে আশ্রয় দিয়েছে এবং ভাইয়ের সংগ্রামে সমর্থন দেয়ার জন্য ভারত সরকারকে বাধ্য করেছে। বাঙ্গালী চরিত্রের গুনাবলীর সহাবস্থানের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে কোন কোন মুক্তমনা দাবিদার নাস্তিকতা প্রচার করছেন। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের কথিত বামপন্থি জনাব আজিজুল হকের ব্যক্তিগত মন্তব্য ‘**ধর্মনিরপেক্ষতা নয় - ধর্মদ্রোহীতাই হবে এযুগের শ্লোগান**’ টিকে প্রধান্য দিচ্ছেন। উপমহাদেশ, এমনকি পৃথিবীর কোন প্রগতিশীল বা বামপন্থি সংগঠনই হক সাহেবের উক্ত মন্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে না। তাছাড়া কথিত বামপন্থি ফরহাদ ময়হারের এই মন্তব্যটিও ‘**ইসলামি জেহাদ হলো শ্রেনী সংগ্রাম**’ বাংলাদেশের কোন বামপন্থি সংগঠন সমর্থন করে না। ব্যক্তি বিশেষের মন্তব্য নিয়েই কথিত মুক্তমনারা লাফালাফি করছেন। মুক্তমনা ওয়েবে প্রকাশিত ভিক স্টেইনজারের Can Science Study the Supernatural মেসেজটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভিক উল্লেখ করেছেন The National Academy of Sciences মনে করে অলৌকিক শক্তি অধ্যয়ন করার দায়িত্ব বিজ্ঞানের নয়। তবে ভিক মনে করেন ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন বিজ্ঞানী অলৌকিক শক্তি অধ্যয়ন করতঃ মতামত দিতে পারেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, **কোন ব্যক্তিগত মতই প্রধান্য পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্তনা তা সমষ্টিগত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।**

বিজ্ঞান মনস্কারা বিজ্ঞানের ভুল সংজ্ঞা দেন এবং টানেল ভিশন যুক্তি উপস্থাপন করেন। যুক্তিবাদের প্রথম শর্ত হলো বস্তু বা ফেনমেনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রকৃতি যেহেতু ধারাবাহিক গতি ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে, সেহেতু বস্তু বা ফেনমেনাকে কেবল মাত্র তার আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃনির্ভরতার স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে বিশ্লেষণ করলে চলবে না, তাকে তার গতি ও পরিবর্তনের স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকেও বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু মুক্তমনা দাবিদারেরা সব কিছু দেখেন টানেল ভিশনের মাধ্যমে, ফলে মার্কসের **সমাজ বিবর্তন তত্ত্ব** তাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে যায়। কিন্তু একই যুক্তি যখন ডারউইন তার **প্রাণী বিবর্তন তত্ত্বে** প্রয়োগ করেন, তখন তা হয়ে যায় বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাই টানেল ভিশন যুক্তির মাধ্যমে মুক্তমনা দাবিদারেরা বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করেন বিধায় ভুল হয়। ফলে আমাকে তাদেরকে অজ্ঞ বলতে হয়।

আস্তিক-নাস্তিক বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে Objectively বিশ্লেষণ না করে আত্মগতভাবে Subjectively বিবেচনা করেন বিধায় নাস্তিকতা বিষয়টি আস্তিকতার এন্টি থিসিসে রূপ নেয়, ফলে মুক্তমনা দাবিদারদের নাস্তিকতা মৌলবাদে পরিণত হয়। উল্লেখ্য **ডারউইন বা মার্কসের তত্ত্ব সমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক একাডেমি কর্তৃক স্বীকৃত, ফলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব সমূহ এখন তাদের ব্যক্তিগত অভিমত নয়।** যারা উভয় তত্ত্ব বাতিল করেন, তারা পূর্ণ মৌলবাদি। তবে এক তত্ত্ব বাতিলকারীরা অর্ধ মৌলবাদি। এদের সাথে ডঃ শমসের আলীর পার্থক্য হলো, **বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাবাদি** ডঃ আলী **ব্যক্তি স্বার্থে** কোরাণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রয়োগ করেন। বিপরীতে **আত্মনিষ্ঠ চিন্তাবাদি** মুক্তমনারা বিজ্ঞানের সাথে অলৌকিক শক্তি মিশ্রিত করে ভুল ব্যাখ্যা করেন।

সেতারা হাশেম

০৩/১৪/০৬

